সংবাদ

তারিখ 16 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

ঢাকায় নতুন ২ সরকারি কলেজ ও হাইস্কুলে নিম্নমানের অবকাঠামো

■ ভেঙে পড়েছে এক কোটি ২৩ লাখ টাকায় নির্মিত দেয়াল

রাকিব উদ্দিন

রাজধানীতে নবনির্মিত দু'টি সরকারি কলেজ ও হাইস্কুলে নিম্নমানের অবকাঠামো নির্মাণের গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে কলেজে এক কোটি ২৩ লাখ টাকায় নির্মিত একটি দেয়াল ইতোমধ্যে ভেঙে পড়েছে। একাডেমিক ভবনও ঝুঁকিতে রয়েছে। প্রতিষ্ঠান দু'টির অবকাঠামো নির্মাণের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদার ও প্রকৌশলীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে লিখিতভাবে দাবি জানিয়েছেন প্রকল্প পরিচালক (পিডি)। তিনি এই অনিয়মের সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছেন। এদিকে ব্যাংক গ্যারান্টি ছাড়া ১৫টি কলেজের উন্নয়নে ১৩টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেয়ায় ফেঁসে যাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও কর্মকর্তারা। অধিকতর তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় এদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ঢাকায় : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

ঢাকায় :: নতুন

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ঢাকা মহানগরীতে ১১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয়' স্থাপন প্রকল্পের আওতায় হাজারীবাগ থানায় 'বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারি মহাবিদ্যালয়ে' সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য 'মেসার্স মদীনা এন্টারপ্রাইজ'কে ২০১৩ সালের ২৪ জুন প্রায় এক কোটি ২৩ লাখ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

কিন্তু সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার আগেই প্রতিষ্ঠানের উত্তর-পূর্ব দিকের (পেছনের দিক) প্রাচীর মাটির চাপে ভেঙে যায়। উত্তর-পূর্ব দিকে ৪২৮ ফুট সীমানা প্রাচীরের মধ্যে ১২০ ফুট প্রাচীর ভেঙে গেছে, ১৫৭ ফুট প্রাচীর হেলে গেছে যা যেকোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজের ৭৫ শতাংশ কাজ সমাপ্ত দেখিয়ে ৭৭ লাখ ৩৫ হাজার টাকার বিলও প্রদান করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে 'ঢাকা মহানগরীতে ১১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয়' স্থাপন প্রকল্পের পিডি স্বপন চন্দ্র পাল সংবাদকে বলেন, 'সীমানা প্রাচীরটি ভেঙে পড়েছে। এর ঠিকাদার ও প্রকৌশলীরা পরস্পরকে দায়ী করছেন। ঠিকাদার বলছেন- প্লানিং ভুল ছিল। আর প্রকৌশলীরা বলছেন- প্লানিংয়ে ত্রুটি ছিল না। বিষয়টি আমি একাধিকবার লিখিতভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছি। তারা বলছে- ব্যবস্থা নেব, নিচ্ছি।'

এছাড়াও ওই কলেজে একই ঠিকাদারের মাধ্যমে ৮৭ লাখ ৬ হাজার টাকার কার্যাদেশ দিয়ে ৮৬ লাখ ৮৪ হাজার টাকার ভূমি উন্নয়ন করা হলেও তা মানসম্মত হয়নি। এতে সীমানা প্রাচীর ভেঙে যাওয়ায় মাঠের অধিকাংশ মাটি (বালু) বের হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে সীমানা প্রাচীর পুনর্নির্মাণ না করা হলে অবশিষ্ট মাটি বের হয়ে সামনের দিকের গাবতলী-বাবুবাজার মহাসড়ক (বেড়ি বাঁধ) হুমকির মুখে পড়বে বলে পরিদর্শন প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে পিডি বলেন, 'ঠিকাদার বলছে তারা আগের কাজের বিল পুরোপুরি পায়নি। এজন্য তারা ভালোভাবে কাজ করতে পারেনি। কিন্তু এই বিল তো আমি পরিশোধ করি না। তা করে ইইডি (শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর)। আমি কেবল ইইডি বরাবর অর্থ ছাড় করি।'

ভাষানটেক হাইস্কুলের কাজ স্থগিত

প্রকল্প কর্মকর্তারা জানান, ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি একাডেমিক কার্যক্রম চালু হয় 'ভাষানটেক সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে'। নিচু জায়গা ভরাট করে স্কুল স্থাপনা নির্মাণ করা হলেও বাউন্ডারি দেয়াল নির্মাণ নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। কার্যাদেশ পেয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার দায়সারাভাবে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ শুরু করেছিল। এজন্য ওই কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।

এ ব্যাপারে পিডি স্বপন চন্দ্র পাল বলেন, 'আমি ঠিকাদারকে বলেছি- দায়সারা নির্মাণ করা যাবে না। কিন্তু ঠিকাদার বলছে, ভালোভাবে কাজ করতে হলে নতুন করে প্লানিং করতে হবে। এখন নতুন করে প্লানিং নকশা করা হলে দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার।'

ব্যাংক গ্যারান্টি ছাড়া কাজ দিয়ে ফেঁসে যাচ্ছে প্রকৌশলীরা

জানা গেছে, অধিকতর তদন্তে ১৩টি ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যাংক গ্যারান্টি ছাড়াই প্রায় ১৬ কোটি টাকার কাজ বাগিয়ে নেয়ার প্রমাণ মেলায় সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের বিরুদ্ধে এবার বিভাগীয় ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ব্যাংক গ্যারান্টি বা আর্থিক দায়বদ্ধতা ছাড়া কাজ পাওয়ায় মন্ত্রণালয় জিম্মি হয়ে পড়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছে। প্রকৌশলীদের সঙ্গে যোগসাজশে ১৩টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার ১৫টি কলেজের উন্নয়ন কাজ বাগিয়ে নিয়েছে। এখন আগাম অর্থ ছাড় হলে কাজ হচ্ছে, কাজের মান যথাযথ তদারকি হচ্ছে না। ঠিকাদারদের নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতাও শিক্ষা প্রশাসনের কাছে নেই।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ইইডি'র প্রধান প্রকৌশলী দেওয়ান মো. হানজালা সংবাদকে বলেন, 'নথিপত্র না দেখে আমি কিছু বলতে পারব না।'

ইইডি'র ফরিদপুর অঞ্চল ও এর নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপসহকারী প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালকের যোগসাজশে এই জালিয়াতি হয়েছে বলে মন্ত্রণালয়ের অধিকতর তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। 'তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত (১৫শ) কলেজ সমূহের উন্নয়ন' প্রকল্পে বড় ধরনের এই জালিয়াতির প্রমাণ মিলেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফরিদপুরের সাতটি কলেজের উন্নয়নের জন্য ২০১৩ সালের ৭ মার্চ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দরপত্র আহ্বান করা হয়। কলেজগুলো হলো-ফরিদপুর সদরের আলহাজ আবদুল খালেক কলেজ, বোয়ালমারি উপজেলার বঙ্গবন্ধু কলেজ, মধুখালী উপজেলার বীর শ্রেষ্ঠ আবদুর রউফ ডিগ্রি কলেজ, ফরিদপুর মহাবিদ্যালয় এবং সালথা উপজেলার সালথা কলেজ। প্রতিটি দরপত্রের মূল্য প্রায় এক কোটি ২৭ লাখ ৭৭ হাজার টাকা।

একই প্রকল্পের অধীনে একই সময়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাজবাড়ী জেলার চারটি কলেজের উন্নয়নের দরপত্র আহ্বান করে ব্যাংক গ্যারান্টি ছাড়াই কার্যাদেশ দেয়া হয়। কলেজ চারটি হলো- রাজবাড়ী সদরে বেলগাছি আলিমুজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয়, গোয়ালন্দ উপজেলার রাবেয়া ইদ্রিস মহিলা কলেজ, পাংশা কলেজ এবং বালিয়াকান্দির বহরপুর কলেজ। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের ২১ মে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ফরিদপুরের আরও চারটি কলেজের উন্নয়নের দরপত্র আহ্বান করা হয়। চার কলেজ হলো- জেলার মধুখালীর হাজী আবদুর রহমান অ্যান্ড আবদুল করিম কলেজ, নগরকান্দা মহাবিদ্যালয়, নগরকান্দা পল্লী ডিগ্রি কলেজ এবং সদরপুর মহিলা কলেজ। 'তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত (১৫শ) কলেজসমূহের উন্নয়ন' প্রকল্পটি ২০১৩ সাল থেকে ২০১৭ সাল নাগাদ বাস্তবায়ন হওয়ার কথা। সম্পূর্ণ জিওবি (বাংলাদেশ সরকার) অর্থায়নে বাস্তবায়ন হচ্ছে দুই হাজার ৩৮৭ কোটি টাকার এই মেগা (বড়) প্রকল্পটি। প্রকল্পের অধীনে প্রতিটি সংসদীয় আসনের পাঁচটি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন, সংস্কার ও আইসিটি শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে প্রতি কলেজের উন্নয়নে সরকারের ব্যয় হচ্ছে প্রায় এক কোটি ২৮ লাখ টাকা।